# মার্কসবাদী তত্ত্বকে আরও সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করার উপাদান যুক্ত করতে হবে

## প্রকাশ কারাত

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে পালন করা হচ্ছে না, বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতাকে বলিষ্ঠভাবে এবং নিশ্চিতভাবে তুলে ধরার জন্যও শতবর্ষের এই অনুষ্ঠান।

রাশিয়ার বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর উপর এক বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, তা বিশেষভাবে স্বীকৃত। অক্টোবর বিপ্লবের শক্তিশালী প্রভাবে চিন থেকে কিউবা এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের তরঙ্গে পুরানো ঔপনিবেশিকতা মুছে গিয়ে রাজনীতির গণতান্ত্রিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেছে।

(১)

অবশ্য ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর, জয়ের উচ্ছ্বাসে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করে অক্টোবর বিপ্লবের বার্তাকে কবরে পাঠাতে চেয়েছে। এই ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া মতাদর্শ অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্যকে নস্যাৎ করে, তার অর্থ বিকৃত করে সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলোকে মুছে ফেলার অপচেষ্টায় সুবিধা পেয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ২৫ বছর ধরে প্রচুর ঐতিহাসিকের লেখা বেরিয়েছে যাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, অক্টোবর অভ্যুত্থান জনগণের দ্বারা একটি বিপ্লব ছিলো না, তা ছিলো একটি ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ। পশ্চিমি এই পণ্ডিতদের মতে লেনিন এবং কিছু বলশেভিক ষড়যন্ত্রকারী এক শ্রেণির সৈন্যদলের সমর্থন নিয়ে বলপ্রয়োগের দ্বারা ২৫ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে পেট্রোগ্রাদে তৎকালীন সরকারকে উৎখাত করেছিলেন। এই বক্তব্য অনুসারে রাশিয়ার সংশোধনবাদী ইতিহাস বর্ণনা করেছে কিভাবে বলশেভিকরা তাদের বিরোধীদের উপর লাল সন্ত্রাস কায়েম করেছিলো এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

দ্বিতীয় মতাদর্শগত আক্রমণ হলো, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে 'স্বৈরতন্ত্রী' হিসাবে উল্লেখ করা। বলা হলো এই স্বৈরশাসনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কোনও স্থান ছিলো না, তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো জার্মানির নাৎসিদের মতোই একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজম হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের দুটি মুখ।

এই অবাস্তব যুক্তিই ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক মতবাদ। অক্টোবর বিপ্লবের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর সংকটের সময়ে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ফ্যাসিবাদের জন্ম। ফ্যাসিস্ত হিটলার বা মুসোলিনী কমিউনিজমকে তাদের চরম শত্রু হিসাবে দেখেছে সবসময়।

ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমকে এক বন্ধনীর মধ্যে ফেলার চেষ্টা ইতিহাসের উপর আক্রমণ,কারণ এটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নাৎসিরাজ ধ্বংস করা এবং সেই কাজে ফ্যাসিজম রুখতে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সেনা ও সাধারণ মানুষের আত্মবলিদানকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা।

অক্টোবর বিপ্লবকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টার কারণ হলো তার স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা। অক্টোবর বিপ্লব শুধু জার শাসিত রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব ছিলো না, এটা একটা নতুন ধরনের বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলো, যা ছিলো পুঁজিবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। বিগত শতাব্দীতে এই বিপ্লব ছিলো এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এখনও যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বে আধিপত্য কায়েম করে চলেছে, তাই আজও এর গুরত্ব অপরিসীম এবং প্রাসঙ্গিক।

(২)

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে মার্কসীয় বোঝাপড়া এবং বিপ্লবী রণনীতিতে তাকে একটি অংশ করে এর বিকাশে ঘটানো হলো লেনিনের মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। লেনিন বলেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পুঁজিবাদের অসম বিকাশে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তোলার সম্ভাবনা গড়ে তুলতে এমনকি পুঁজিবাদী বিকাশের প্রেক্ষিতে সেই দেশ যদি পিছিয়ে পড়াও হয়। লেনিনের ক্ষেত্রে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জার শাসিত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী শিকলের দুর্বলতম গ্রন্থির প্রতিনিধিত্ব করছিলো। লেনিনের সময় থেকে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির বিকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে নানা পরিবর্তন দেখা গেলো। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির আধিপত্যে সাম্রাজ্যবাদী জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুটা অবদমিত হলো। অবশ্য তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ উধাও হয়ে গেলো না। বরং আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করলো।

যারা ন্যায়সঙ্গত , গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা চান, তাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ। অক্টোবর বিপ্লব ছিলো প্রথম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব এবং ১৯১৭ সাল থেকে শিক্ষা নিয়েই একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে।

২০০৭-০৮ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকটকে তীব্রভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। যদিও ইউরোপর বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের রমরমা বাড়ছে, তবুও সেখানে বামপন্থী আন্দোলনে নতুন করে নড়াচড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, গ্রিস, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলিতে বামপন্থীরা ক্রমশ বলিষ্ঠ শক্তি হিসাবে উঠে আসছে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে একটা প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা গেছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকছে এবং নয়া উদারনীতির নিদান গ্রহণ করছে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর নয়া উদারনীতির দৌলতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তার ফলে বাম রাজনীতির সপক্ষে এক ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতদিন ধরে দেখানো হয়েছে—নয়া উদার অর্থনীতিই হলো সর্বরোগহর একমাত্র দাওয়াই। সময়ের অভিজ্ঞতায় এই অবস্থান সম্পর্কে বেশি বেশি প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো। আগের জলুস খসে পড়লো। এর ফলে এক প্রগতিবাদী পরিবর্তনকামী বৃহত্তর বাম মঞ্চ তথা বাম রাজনীতির উদ্ভব ঘটল।

ব্রিটেনের মতো দেশে যেখানে শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী কার্যকলাপের শিকড় অনেক গভীরে নিহিত , সেখানে বামপন্থী প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিত্বকারী ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবাঈনের উত্থান নিশ্চিতভাবেই এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত করছে। নিকট অতীতে ফ্রান্সেও এই লক্ষণ দেখা গেছে। সেই দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে বামপন্থী প্রার্থী জিন ল্যাক মেলেঙ্কন প্রায় ১৯.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, আর কলঙ্কিত সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ৬ শতাংশ ভোট। সারা পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং আন্দোলন দিন দিন বাড়ছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের লড়াই চলছে। প্রায় দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বামপন্থীরা অনেক সংগ্রাম -আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এই দেশগুলিতে পায়ের মাটি শক্ত করেছে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদের মদতে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ নিয়ত চালিয়ে যাচ্ছে বামপন্থাকে যেকোনওভাবে খতম করার লক্ষ্যে। ভেনেজুয়েলা এই লড়াইয়ের কেন্দ্রভূমিতে।

ভারতবর্ষেও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ নয়া উদারবাদী নীতিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি মোদি সরকারের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াই সমানে চলছে। পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উদারনীতি এবং বিভেদপন্থী বহুধা গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই -সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লব অবশ্যই অদম্য প্রেরণা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৩)

বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন করে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন এবং আরও অর্থবহ সমাজতন্ত্রের ধারণায় উপনীত হতে পারি। এরজন্য দরকার অক্টোবর বিপ্লবের মৌলিক অভিঘাত এবং মূল্যবান কীর্তিগুলিকে তুলে ধরা। পাশাপাশি আমাদের বর্জন করতে হবে নেতিবাচক এবং বিকৃতির প্রকরণগুলিকে, যেগুলি বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো।

একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক চলছে। এখনও চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছানো যায়নি। এর কারণ যে একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র শুধু পুঁথিগত তত্ত্ব থেকে উঠে আসবে না, অনুশীলনের প্রশ্নটি সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের অবয়ব নিয়ে চিন্তা আসবেই। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে কোনও রেখাপাত করা সম্ভব নয়। কেবল বলা যেতে পারে, একুশ শতকের সমাজতন্ত্র ভিন্নতর হলেও তাকে অক্টোবর বিপ্লবের উৎস থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা নিতে হবেই।

অক্টোবর বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মার্কসবাদী তত্ত্বের শক্তি ও অনুশীলন। কমরেড লেনিনের বৈপ্লবিক অনুধাবন ও অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে সম্ভব হয়েছিলো দীর্ঘদিনের বদ্ধ আগলকে ভেঙে ফেলা এবং রক্তিম অক্টোবরকে অভ্যর্থনা জানানো। আজকের পৃথিবীতে সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলিকে যথার্থ বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তত্ত্বের ঘাটতি থেকে গেছে। লিঙ্গ বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ, পরিবেশ দূষণের বিপদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ইত্যাদি বিষয়গুলির যথাযথ পর্যালোচনা দরকার মার্কসবাদী তত্ত্বকে আরও সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করার জন্য। এর থেকেই উদ্ভব ঘটবে এক বৈপ্লবিক চর্চা এবং প্রণোদনার, যেমন দেখা গিয়েছিলো লেনিনের সময়ে।